মুর্শিদাবাদে NIA অভিযান ও এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধান:

মুর্শিদাবাদের যে নয় জনকে NIA আল-কায়দার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধরেছে তাঁদের বাড়িতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর এপিডিআর তথ্যানুসন্ধান করতে পৌঁছায়। সঙ্গে ছিল এ-আই-পি-এফ, এ-আই-এস-এ, এন-আর-সি বিরোধী সংহতির প্রতিনিধি ও পিপলস রিভিউ এর সাংবাদিক। মোট ১১ জনের দল। পরে সাতাশ সেপ্টেম্বরেও এক দল গিয়েছিল।

চব্বিশ তারিখে বৃষ্টির মধ্যে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে মোটর-বাইক চালিয়ে প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন কালিনগরের আবু সুফিয়ানের বাড়ি। তার আগে ধুলতলা মোড়ে অপেক্ষমান কয়েক জনের কাছে কিছু জানার চেষ্টা করা হলে কেউ স্পষ্ট কিছু বলতে রাজি না হলেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন অনেক কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখার জন্য, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচার করার জন্য।

রাণীনগর থানার অন্তর্গত আবু সুফিয়ানের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় প্রচার-মাধ্যম ও এন-আই-এ(জাতীয় তদন্ত সংস্থা) সন্ত্রাসে ভীত পরিবার বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ির ভিতরে আতঙ্কে জীবন কাটাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরাও আতঙ্কিত মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের সন্ত্রাসে। তথ্যানুসন্ধানী দলকে প্রথমে পাড়ার লোকদের বেশ কিছুক্ষন ধরে বোঝাতে হয় যে তাঁরা সত্য ঘটনা জানতে এসেছেন। আশেপাশের মানুষ ধীরে ধীরে মুখ খুললে তাঁরা জানান, আবু সুফিয়ান পেশায় দর্জি। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। পৈতৃক ভিটাতেই তাঁরা পরিবারসহ থাকেন। আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য আবু সুফিয়ান এর ১৫ বছরের সন্তানকে(বড় ছেলে) পড়াশোনা বন্ধ করে কাঠের কাজ শিখতে হচ্ছে। এলাকায় শান্ত, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আবু সুফিয়ান খুব একটা গ্রামের বাইরে বেরোতেন না। NIA ও মিডিয়া দাবি করেছে বাড়িতে সুড়ঙ্গ ছিল। প্রকৃত অবস্থা হলো, আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য আবু সুফিয়ান বাইরের মিস্ত্রি ছাড়াই নিজের শ্রমে পায়খানার জন্য সেপ্টিক চেম্বার বানিয়েছিলেন। টিনের পাত দিয়ে চার দেওয়াল ঘেরা হয়েছিল, ঢালাই বাকি ছিল। তাঁরা তিন ভাই। তিনি সবার ছোটো। চারটি নাবালক পুত্র সন্তান, বড় ওয়াসিম আক্রম। আবু সুফিয়ানের মেজ ভাই জিন্নাতুল ইসলাম পানিপিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক, সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত। শুক্রবার(১৮/০৯) রাত শেষে (শনিবার) আড়াইটা নাগাদ বাইরে থেকে দরজা ধাক্কার আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেলে জানতে চান, কে এসেছে। পুলিশ শুনে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। হানাদাররা দু'চার থাপ্পর লাগিয়ে ভাই আবুর সম্বন্ধে জানতে চায়, হাতের চলভাষ যন্ত্রে ছবি দেখায়। তিনি নিজের ভাইয়ের ছবি দেখে চিনতে পারেন। ইতিমধ্যে পাঁচিল টপকে পুলিশ ঢুকে পড়ে পাশের সুফিয়ানের বাড়িতে। জানালা দিয়ে ঘুমন্ত ওয়াসিমকে বাইরে থেকে ছাতার বাঁট জাতীয় কিছু দিয়ে খোঁচা মেরে জাগায়। সেই সঙ্গে দরজায় লাথি। ঘরে ঢুকেই নাবালক ছেলেটিকে চড়, থাপ্পর মারতে থাকে। সুফিয়ানের স্ত্রী নুরুন্নেসা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়েন এবং আবু নিজে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। চড়, থাপ্পর ছাড়াও, ডামাট(কোদালের কাঠের হাতল) দিয়ে হাতে-পায়ের আঙ্গুলে খুব মারা হয়। মেজ ছেলের বয়স দশ। তারও চুলের মুঠি ধরেছিল পুলিশ। ওয়াসিমের কথা মোতাবেক জনা ৩০/৪০-এর দল ছিল, যাদের মধ্যে এক জন মহিলা, দু'জন সিভিক ভলান্টিয়ার, বাকিরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান এবং সাদা পোশাকের কয়েকজন। কারও পোশাকে নাম বা পদ-মর্যাদা লেখা ছিল না। সুফিয়ানকে গাড়িতে তুলে জলঙ্গিতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর শিবিরে নিয়ে যায়। জিন্নাতুলকেও সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। সকাল হলে তাঁকে বাস ভাড়া

দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলে। তার আগে কিছু কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এখন তিনি ও পরিবারের লোকেরা বলছেন, আবু কোথায় আছেন, কেমন আছেন সেটা জানতে পারছেন না। কোন তালিকা না দিয়েই কিছু জিনিষ বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছে।

ওই গ্রামেই একটু দূরেই ২২/২৩ বছরের যুবক মুর্শিদ হাসানের বাড়ি। ছোট্ট খুপরি মতো, পাটকাঠির বেড়া। বাবা-মা আছেন। বাবা কোন কায়িক শ্রম করতে পারেন না। ছেলে কেরলে কাজ করে টাকা পাঠালে তাঁরা বেঁচে থাকার সাহারা পান। মুর্শিদকে কেরলের এর্নাকুলামে জাতীয় তদন্ত সংস্থা গ্রেপ্তার করেছে। সকাল দশটা নাগাদ থানা থেকে সাদা পোশাকের এক জন এসে জানিয়ে যান মুর্শিদের মাকে যে তাঁর ছেলেকে দিল্লি পুলিশ ধরেছে। কিন্তু কেন ধরেছে, কোথায় রেখেছে জানাননি। মুর্শিদের মা আরো জানালেন, তাঁর ও মুর্শিদের স্নায়বিক রোগ আছে। বহরমপুরে ডাক্তার দেখাতেন। বড় ছেলে মুর্শিদের আয়ের ওপর পরিবার চলে। বর্তমানে প্রতিবেশীরা খাবার যোগাচ্ছেন। প্রতিবেশীরা এক কথায় জানালেন, 'মুর্শিদ সন্ত্রাসবাদী হতেই পারে না'।

হিতানপুরের নাজমুস সাকিব সবে বাইশে পা দিয়েছেন। তাঁরাও তিন ভাই এবং তিনিই সবার ছোটো। বড় ভাই রিজয়ান আলি বললেন, নাজমুস বাড়ি থেকে কেবল কলেজেই যেতেন, বাইরে আর কোথাও যেতেন না, বাইরের কোন বন্ধুকেও তাঁরা বাড়িতে আসতে দেখেননি। সাকিব কম্পিউটার বিষয়ে স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র, বাড়িতে বেশির ভাগ সময় বই হাতেই কাটাতেন। থায়রয়েড, গল-ব্লাডারে পাথর এবং জণ্ডিস রোগে প্রায় ভোগেন। বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় একটা যুগ্ম সেভিংস আমানত আছে যেখানে কোন অস্বাভাবিক লেনদেন চোখে পড়েনি এগারো জনের তদন্ত দলের। যুবশ্রীর ১৫০০ টাকা করে তাঁর ওই আমানতে ঢুকত। রাত পৌণে দুটো নাগাদ তাঁদের বাড়িতে পুলিশ আসে। সাকিবই ধাক্কা শুনে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য ছাদ বেয়ে পুলিশ ঢুকে পড়েছিল বাড়িতে। রিজয়ানকে পুলিশ হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বলে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তারা সাকিবকে নিয়ে যাবে। কিছু খালি পলি প্যাকের উপর তাঁর স্বাক্ষর নেয়। কোন গালিগালাজ করেনি, কটূ কথা বলেনি। নিয়ে যায় মেজ ভাই গাজি রহমানের একটা পুরনো ল্যাপটপ, সাকিবের চার্জারসহ এ্যান্ড্রয়েড ফোন। তার সঙ্গে আধার কার্ড, প্যান কার্ড আর শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণ পত্র, যথা এ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, মার্কস শীট ইত্যাদি। কিন্তু সিজার লিস্ট দেয়নি। সকাল হলে চলভাষে ডাক পেয়ে রিজয়ান ডোমকল থানায় গেলে তাঁকে আধার কার্ড, প্যান কার্ড ফেরৎ দিলেও শিক্ষা সংক্রান্ত কাগজ কিছুই ফেরৎ দেয়নি। থানাতেও কিছু পলি প্যাকের উপর তাঁর স্বাক্ষর নেয়। কিন্তু সাকিবকে কেন গ্রেপ্তার করা হল বলেনি। নাজমুস সাকিবের বাড়িতেও হানাদার বিশাল বাহিনীতে এক জন মহিলা পুলিশ, দু'জন সিভিক ভলান্টিয়ার, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও সাদা পোশাকের বেশ কয়েক জন ছিলেন। কারও পোশাকে নিজ নাম ও পদমর্যাদা লেখা ছিল না।

ডোমকল পুরনো বিডিও মোড়ে লিউ ইয়েন আহম্মেদের বাড়ি। শৈশবে বাবা মারা গেলে তাঁর মামা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আবুল কালাম আজাদ তাঁর লেখাপড়ার ভার নিয়েছিলেন। বিদ্যুতের কাজ শিখে তিনি এখন ডোমকল কলেজের ক্যাজুয়াল বিদ্যুৎ মিস্ত্রি এবং অন্য সময় এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরেও বিদ্যুতের কাজ করে আয় করেন। বয়স প্রায় ছত্রিশ, বিয়ে হয়নি। বিধবা মা, স্বামীর ঘর ছাড়া দিদি ও ভাগ্নীকে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁদের বাড়িতে পুলিশ ঢুকেছে ভোর তিনটে নাগাদ। পাঁচিল টপকে, পাশের বাড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকেছে। তাঁর তিন বছর আগে কেনা মোটর বাইকে কোন টুল বক্স ছিল না। তবে মেরামতির কাজের কিছু যন্ত্রপাতি ঘরে ছিলই। সেগুলো পুলিশ নিয়ে গিয়েছে সিজার লিস্ট না দিয়েই। পুলিশ ধাক্কা মেরেছে তাঁর দিদিকে, বৃদ্ধা মাকে। তাঁর গালেও চড় মারার

চিহ্ন দেখেছেন তাঁর দিদি। মা বার বার জানতে চেয়েছেন, তাঁর ছেলের অপরাধ সম্পর্কে। পুলিশ উত্তর দেয়নি। কোথায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানায়নি। দিদিকে দিয়ে গোটা তিনেক পূরণ না করা ফর্মে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। তাঁরাও জানেন না লিউ ইয়েন আহমেদ কেমন আছেন, কোথায় আছেন, তাঁরা দেখা করার সুযোগ পাবেন কিনা। মিডিয়াতে প্রচারিত কথাগুলো সম্পর্কে লিউয়েনের দিদি জানান সমস্ত মিথ্যা কথা প্রচার করছে মিডিয়া।

নওদাপাড়ার(জলঙ্গি থানা) ২৫ বছরের শামিম আনসারি পেশায় রাজমিস্ত্রি। ভীষণ গরিব। মা তাঁত বোনেন। কোন ভাবে সংসার চলে। শামিমের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ধরে নিয়ে চলে গিয়েছে রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। সীমান্ত রক্ষী জওয়ান, থানার পুলিশ ও সাদা পোশাকের অনেকে ছিল বাহিনীতে। কারও জামার গায়ে নিজেদের নাম-পদমর্যাদার উল্লেখ ছিল না। মহিলা পুলিশও ছিল না। কোন কাগজ দেয়নি। কোন কিছু বাড়ি থেকে নিয়ে যায়নি। কোন কাগজে স্বাক্ষরও করায়নি।

ওই গ্রামেরই আল মামুন কামালের বয়স ৩৫, পেশায় গাড়ি চালক, কখনও রাজমিস্ত্রির কাজও করতেন। শিক্ষা ৫ম শ্রেনি মান। বাড়িতে বাহিনী ঢুকেছিল সকাল ছটা নাগাদ। বাড়ি তল্লাশি করেছে, কিন্তু কিছু নিয়ে যায়নি। মহিলা পুলিশ ছিল না। কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি বাহিনীর কেউ।

মাইনুল মণ্ডলের(২৯) বাড়ি জলঙ্গির মধুবোনায়। কেরলে পরোটা ভাজতেন। লকডাউনে বাড়ি এসে আর যেতে পারেননি। ২৫ বছরর ইয়াকুব বিশ্বাস সাধারণ মজুর, একটা ছোটো মেয়ে আছে। কেরল থেকে ধরেছে।

উত্তর ঘোষপাড়ার মোশারফ হোসেন(৩৮) কেরলে কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। সেখানেই ধরেছে। তাঁর ভাই ২৮ বছরের আতিউর রহমান উত্তর ঘোষপাড়ার(থানা জলঙ্গি) বাড়িতেই ছিলেন, ডিএলএডের পড়ুয়া। তাঁকে রাত দুটো নাগাদ বাঁশের রেলিং ভেঙে বাড়িতে ঢুকে মেরে, গালিগালাজ করে গ্রেপ্তার করেছে। কোন সিজার লিস্ট না দিয়েই মোবাইল, ব্যাঙ্কের পাশবই, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড নিয়ে গিয়েছে। বাহিনীতে কোন মহিলা পুলিশ ছিল না।

ধৃতরা সকলেই নিম্নবিত্ত পরিবারের, দরিদ্র শ্রেনির। এলাকায় সেই অর্থে কোনো বিশেষ প্রভাব ছিল না কারোরই। হয়তো পাড়ায় অন্যদের সাথে তেমন মেলামেশাও ছিল না। ভীত, শঙ্কিত পরিবারগুলির আর্থিক করুণ দশা তাদের আইনের দ্বারস্থ হওয়ারও সুযোগ দিচ্ছে না। তার ওপর মিডিয়ার একের পর এক মিথ্যে প্রচার আতঙ্কিত করে রেখেছে এলাকাবাসীদের।

তথ্যানুসন্ধাকারী দলের কাছে মনে হয়েছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা(ন্যাশনাল ইনভেস্টিং এজেন্সি) ২০০৮ সালের আইন এবং পরবর্তিতে ২০১০ ও ২০১৯ সালের সংশোধিত আইন মোতাবেক যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন, তারা মানবাধিকারকে ন্যূনতম মর্যাদা দেয়নি, গ্রেপ্তার করতে গভীর রাতে ধাক্কা ধাক্কি করে দরজা খুলিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়ির ভিতর ঢুকেছে, কটূ কথা বলেছে, মেরেছে, গ্রেপ্তারি ও তল্লাশির জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নির্দেশ দেখায়নি, গ্রেপ্তারের কারণ জানায়নি, খালি পলি প্যাকেটে, পূরণ না করা ফর্মে, সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে এবং সমস্ত কাজ করেছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, অতি দ্রুততার সাথে। ধৃত ব্যক্তি বা তাঁদের বাড়ির লোকেদের স্বাক্ষর নেওয়ার আগে কিছু ভাবার সময় দেয়নি এবং সাত দিন পার হয়ে গেলেও স্বজনদের জানায়নি কোথায় ধৃতদের রাখা হয়েছে, কেমন আছেন তাঁরা। বিশাল বাহিনীতে স্থানীয় থানার পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ারও ছিলেন, কারও পোশাকে স্ব-পরিচয় লেখা ছিল না এবং স্থানীয় থানা অভিযান বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলো মৌনতা অবলম্বন করছে।সন্ত্রাসমূলক বা

নাশকতামূলক কাজে ধৃত ব্যক্তিরা যুক্ত থাকতে পারেন এমন কোন লক্ষণ, তথ্য এপিডিআর পায়নি। প্রশাসনিক সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানা যায় পুলিশের গোয়েন্দাদের কাছেও অভিযান পূর্ব সময়ে এলাকায় 'আল-কায়দা জঙ্গি'-র খবর জানা ছিল না। লিউয়েন সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কোনও তথ্য ছিলনা গোয়েন্দাদের কাছে।

রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হলেও বাম দলগুলো সমর্থিত কংগ্রেসের মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তৈরি আইনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে NIA তৈরি করা হয় ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে। গোটা দেশে কলকাতা সমেত মোট তেত্রিশটি শহরে শাখা আছে। শীর্ষ আদালতের মুখ্য বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কয়েকটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ২০১৯ সালের সংশোধন অনুযায়ী সংস্থাটি দেশের বাইরেও সংঘটিত অপরাধের তদন্ত ও আদালতে অভিযোগ পেশ করতে পারে। তাছাড়া সর্ব শেষ সংশোধনীর বলে সংস্থাটি সন্ত্রাস সৃষ্টি, মদত দান, দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ, জাল নোট ছাপানো, বিলি করা, আন্তঃজাল অপরাধের কারণেও তদন্ত করতে পারবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে, এমন কি না জানিয়েও। তাছাড়া ২০০৮ সালের মূল আইন ও ২০১০ সালের সংশোধনীতে শুধু সংগঠিত অপরাধ দেখার দায়িত্বই তাদের ছিল; ২০১৯ সালের ভারতীয় জনতা দলের আমলে তাদের ব্যক্তিগত অপরাধ নিয়েও কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদিও এত দিনেও 'সন্ত্রাসে'র ও 'দেশের স্বার্থবিরোধী কাজের' সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা NIA সন্ত্রাবাদী চিহ্নিতকরণে অনেক দৌড়ঝাঁপ করলেও বিগত দিনগুলির ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে, শক্তিশালী আইন তৈরি হলেও আজ পর্যন্ত অনেক মামলার ক্ষেত্রেই সন্ত্রাস বিরোধী সংস্থাগুলি সন্ত্রাসের অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। অথচ ধৃতদের ১০-১৪ বছর বন্দি অবস্থায় কেটে গিয়েছে বিনা অপরাধে।

NIA কেন্দ্রীয় সংস্থা, যে দুই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় এই অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে ভারতীয় জনতা পার্টির তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ বিভিন্ন ধরণের প্রোপাগান্ডা (যার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী) ছড়িয়ে চলেছে অনবরত। 'দি ওয়াইর'- এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০২১ এর ভোটকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩০ টির বেশি প্রোপাগান্ডা ওয়েবসাইট বানিয়েছে এরা, যার কাজ হলো বাংলাকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভাজিত করা। এর সাথে এখন বাংলার মূল ধারার প্রচার মাধ্যমগুলিও যুক্ত হয়েছে। NIA সরাসরিভাবে রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

<u>আমাদের দাবি :</u>

১। অবিলম্বে রাজ্যে জাতীয় তদন্ত সংস্থার অভিযানের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই।

২। কালাকানুন UAPA (অবৈধ কার্যকলাপ দমন আইন), NSA (জাতীয় নিরাপত্তা আইন) এর মতো NIA (জাতীয় তদন্ত সংস্থা আইন) বাতিল করতে হবে।

৩। উপার্জনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সরকার ধৃতদের পরিবারের ভরণ পোষনের দায়িত্ব নিক।

৪। রাজ্য সরকার মামলা চালানোর জন্য ধৃত ব্যক্তিদের পক্ষে যোগ্য আইনজীবী নিয়োগ করুক।

৫। অভিযান কালে ধৃতদের ও তাঁদের পরিবারের লোকদের মারধর ও সাদা কাগজে সই করানোর বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্থার দোষী অফিসারদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে।

৬। জাতীয় তদন্ত সংস্থার গ্রেফতারের প্রতিটি ঘটনার জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সহ নাগরিকদের স্বাধীন বেসরকারি কমিটি গঠন করে তাকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে।

৭। স্থানীয় থানা জাতীয় তদন্ত সংস্থার অবৈধ নৈশ অভিযানে কেন সঙ্গী হ'ল জানাতে হবে।

৮। ধৃতরা কোথায় আছেন, কেমন আছেন নিয়মিত পরিবারকে জানাতে হবে ও অন্ততঃ সাপ্তাহিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯। সূর্যাস্তের পর ও ফের সূর্যোদয়ের আগে কোন বাড়িতে ঢোকা কঠোর ভাবে বন্ধ করতে হবে।
১০। বাড়িতে ঢোকার আগে বাড়ির মহিলাদের সম্মতি নিতে হবে।

মিলন মালাকার, সভাপতি, এপিডিআর বহরমপুর; মতিউর রহমান, সভাপতি, এপিডিআর ডোমকল
(তারিখঃ ২৯-০৯-২০২০)